

কয়েকটি ফজিলতপূর্ণ আয়াত ও দোয়া নিচে উল্লেখ করা হলো-

(১) বিভিন্ন ধরনের বালা-মুসিবত দূর করার আমল:

উচ্চারণ: লা ইলাহা ইল্লা আল্লা মুবহানাকা ইন্নি কুনতু মিনাজ্ জালিমীন।

অর্থ: আপনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। অবশ্যই আমি পাপী। (সূরা: আল আশ্বিয়া, আয়াত: ৮৭)

ফজিলত:

(ক) এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেছেন, আমি নবী ইউনুসের প্রার্থনা মঞ্জুর করেছি। তাকে দুঃখ থেকে মুক্তি দিয়েছি। অনুরূপভাবে যে মুমিনরা এ দোয়া পড়বে আমি তাদেরও বিভিন্ন বালা-মুসিবত থেকে মুক্তি দিব। -(সূরা: আল আশ্বিয়া, আয়াত: ৮৮)

(খ) হজরত নবী করিম (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি হজরত ইউনুস (আ.) এর ভাষায় দোয়া করবে, সে যে সমসস্যই থাকুক আল্লাহ তায়ালার তার তাকে সাড়া দিবেন। (তিরমিজি)

(গ) হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো ইরশাদ করেছেন, আমার ভাই ইউনুসের দোয়াটি খুব সুন্দর। এর প্রথম অংশে আছে কালিমায়ে তায়িযা। মাঝের অংশে আছে তাসবিহ। আর শেষের অংশে আছে অপরাধের স্বীকারোক্তি। যে কোনো চিন্তিত, দুঃখিত, বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি প্রতি দিন এ দোয়া তিন বার পাঠ করবে আল্লাহ তায়ালার তার তাকে সাড়া দিবেন। (কানজুল উম্মাল)

আমল:

কঠিন বালা-মুসিবত দূর করার জন্য বর্ণিত দোয়া বা আয়াতটি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পাঠ করে আল্লাহর কাছে দোয়া করলে, ওই দোয়া হয়।

(২) শিশুর জিদ দূর করার আমল:

উচ্চারণ:

আফগাইরা দীনিল্লাহি ইয়াবগুনা ওয়ালাহু আসলামা মান ফিস্ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি তাউআউ ওয়া কারহান; ওয়া ইলাইহি ইয়ুরজাউন।

অর্থ:

তারা কি আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে অন্য জীবন ব্যবস্থা তাল্লাশ করছে? নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক তার অনুগত হবে। সবাই তার কাছে ফিরে যাবে। -(সূরা: আল ইমরান, আয়াত: ৮৩)

ফজিলত:

যে ব্যক্তির সন্তান বা প্রাণী তাকে কষ্ট দেয়, সে যেন তার কানে সূরা আল ইমরানের ৮৩ নং আয়াত পড়ে। (তাবারানি)

আমল:

সন্তানের অতিরিক্ত জিদ থাকলে, কথা না শোনলে, কথা না মানলে প্রতিদিন ৭ বার সন্তানের কপালের উপরিভাগের চুলে হাত রেখে এ আয়াতখানা পাঠ করে তার চেহারা ও কানে ফুঁ দিলে- জিদ কমে আসে। এ আমল নূন্যতম ২১ দিন লাগাতার করতে হয়।

(৩) শ্রেষ্ঠ দোয়া:

উচ্চারণ:

রাব্বানা আতিনা ফিদ্ দুনিয়া হামানাহ্, ওয়াফিল আখিরাতি হামানাহ্। ওয়াকিনা আজাবান্নার।

অর্থ:

হে আমার প্রভু! আমাকে দুনিয়াতে সুখ দান কর, আখেরাতেও সুখ দান কর এবং আমাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। (সূরা: আল বাক্বরা, আয়াত: ২০১)

ফজিলত:

এ দোয়াকে সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়া বলা হয়ে থাকে। নবী করিম (সা.) এ দোয়াটি সবচেয়ে বেশি পাঠ করতেন।

বিশিষ্ট তবেয়ি হজরত কাতাদাহ (রহ.) সাহাবী হজরত আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, নবী করিম (সা.) কোন দোয়া বেশি করতেন? উত্তরে সাহাবী হজরত আনাস (রা.) উপরোক্ত দোয়ার কথা জানালেন। তাই হজরত আনাস (রা.) নিজে যখনই দোয়া করতেন তখনই দোয়াতে এই আয়াতকে প্রার্থনারূপে পাঠ করতেন। এমনকি কেউ তার কাছে দোয়া চাইলে তিনি তাকে এ দোয়া দিতেন। (সহীহ মুসলিম)

হজরত আনাস (রা.) আরো বলেন, আল্লাহ তায়ালা এ দোয়ায় দুনিয়া ও আখেরাতের সকল কল্যাণ ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের প্রার্থনা একত্রিত করে দিয়েছেন।

(৪) দ্বীনদার স্ত্রী লাভের আমল:

উচ্চারণ:

রাব্বানা হাবলানা মিন আজওয়াজিনা ওয়া জুররি-ইয়গতিনা কুররাতা আয়ুনিওঁ-ওয়াজআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা।

অর্থ:

হে আমার প্রভু! স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বারা আমার চোখ শীতল কর। আমাকে পরহেজগারদের আদর্শ কর। (সূরা: ফোরকান, আয়াত: ৭৪)

আমল:

যারা বিয়ে করেননি তারা প্রত্যেক নামাজের (তা ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত, নফল যেকোনো নামাজ হোক) শেষ বৈঠকে দোয়ায় মাছুরা পড়ার পর কোরআনে বর্ণিত এই আয়াতখানা পাঠ করে সালাম ফিরাবেন। বিয়ের ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে এ আমল করলে আশা করা যায়, আল্লাহউক্ত দ্বীনদার, পরহেজগার ও আদর্শ স্ত্রী জুটবে।

আর যারা বিয়ে করেছেন তারা স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বীনদার করার জন্য, তাদের আদর্শবান করে গড়ে তোলার জন্য- প্রতিবার দোয়ায় এ আয়াত পাঠ করলে বিশেষ উপকার লাভ হয়।

(৫) রিজিক বৃদ্ধির আমল:

উচ্চারণ:

আল্লাহ লাওফুমু বি-ইবাদিহি ইয়ারজুকু মাইয়্যাশায়ু, ওয়া হযাল কাভিয়ুন্না আজিজ।

অর্থ:

আল্লাহ তায়ালা নিজের বান্দাদের প্রতি মেহেরবান। তিনি যাকে ইচ্ছা রিজিক দান করেন। তিনি প্রবল, পরাশ্রমশালী। (সূরা: শুরা, আয়াত: ১৯)

আমল:

যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে নিয়ম করে, একনিষ্ঠতার সঙ্গে ৭০ বার এ আয়াত পড়বে, সে সর্বদা রিজিকের সঞ্চয় থেকে হেফাজতে থাকবে।